রেজিষ্টার নং ৩৫ Registered No. 35 রেজিষ্টার নং ৩৫

অমৃতবাজারপত্রিকা

৩ ভাগ | কলিকাতাঃ—৪ঠা পৌষ, বৃহস্পতিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। | ৪৫ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

—000—

কলিকাতা
বহুবাজার ষ্ট্রিট নং ৯২

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা যুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয়, স্মরণ শক্তি কম হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে। ইহা সেবন করিলে স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা লইবেন কিম্বা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার প্রিজারভার।

নিয়ম মত কিছুদিন ব্যবহার করিলে যুবা ও মধ্য-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের আর শুক্লবর্ণ চুল থাকিবে না। চুল ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্ম প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য ,, ,, ১ টাকা
ডাক মাশুল ইত্যাদি ,, ,, ,, ,, ৷৷০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হিমসাগর তৈল।

যাঁহারা অতিশয় অধ্যয়ন ও মানসিক চিন্তা জন্য মাথার বেদনায় ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন তাঁহাদিগের পক্ষেও বায়ুপ্রধান ধাতুর পক্ষে এই তৈল অতীব উপকারী।

ইহার প্রতি শিশির মূল্য ,, ,, ১ টাকা
ডাক মাশুলইত্যাদি ,, ,, ,, ৷৷০ আনা।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার কলেরা ক্যাম্ফার।

ইহা এদেশীয় ওলাউঠা রোগের অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা এক বিন্দু হইতে ২০ বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত।

ইহার আউন্স শিশির মূল্য ৷৷০ আনা
ডাক মাশুল ইত্যাদি ।/০ আনা।

হেয়ার প্রিজারভার, হিমসাগর তৈল ও কলেরা ক্যাম্ফার নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়।

বহুবাজার ৯২ নম্বরের বাটী ওরিয়েণ্টল এপথিক্যারিশ হল, দাস সরকার এণ্ড কোম্পানির নিকট ও কালেজ স্কয়ার ১৪ নম্বরের বাটী মোহালানবিশ এণ্ড কোম্পানির নিকট। এবং চিতপুর রোড ২৮৩ নম্বরের বাটী, ইউনিভারস্যাল মেডিকাল হলে তত্ত করিলে পাওয়া যাইবে।

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের
শব্দ কল্পদ্রুম।
দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে মূল্য ১ টাকা ডাক মাসুল /০ আনা। প্রতি মাসে এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবেক। দেবনাগরাক্ষরে শীঘ্রই প্রকাশ হইবেক।

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কোং।

কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটী
বিজ্ঞাপন।

সুবিখ্যাত নেপোলিয়ন বোনাপার্টির
গণনা পুস্তক অর্থাৎ কাক চরিত্র
মূল্য ।০ আনা;

এই খানি "Book of Fate" নামক ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ। কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং রাণাঘাটের ইংরাজী ও বাঙ্গালা স্কুলে বিক্রয়ার্থে মজুত্ আছে।

গুপ্ত লাইব্রেরী গ্রন্থালয়।
কলিকাতা ২৪ নং মির্জ্জাফার্শলেন প্রেসিডেন্সী কালেজের উত্তর পূর্ব্ব মুখ
দ্বিতীয় গলি।
ইঃ ১৮৫০ সালে স্থাপিত।

এই গ্রন্থালয়ে প্রায় অনেক রকম বাঙ্গালা গ্রন্থ বিক্রয়ার্থ আছে, এবং আবশ্যক মত গ্রন্থের মুদ্রিত তালিকাও পাওয়া যাইতে পারে। ইংরাজী গ্রন্থ ততোধিক প্রস্তুত রাখা যায় না বটে, কিন্তু যে যে পুস্তক আমাদের পুস্তকালয়ে উপস্থিত না থাকে তাহা উচিত মূল্যে সরবরাহ করা যায় এবং যে যে স্থানে নগদ টাকায় যে অনুসারে কমিসন পাওয়া যায় আমরাও সেই অনুসারে সকলকে কমিসন দিয়া থাকি।

মাশুল দিয়া পত্র লিখিলে ও মাশুল পাঠাইলে তালিকা পাঠান যাইতে পারে। অগ্রে মূল্য ও প্রেরণের খরচা না পাঠাইলে কাহাকেও পুস্তকাদি পাঠান যায় না।

শ্রীজ্ঞানচরণগুপ্ত কর্ম্মাধ্যক্ষ

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহ বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা যকৃৎ, শোথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মূল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ এককালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১৷৷০ টাকা মায়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১৷৷ টাকা মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট ৩৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বেহারিলাল ভাদুড়ীর নিকট পাওয়া যাইবে। (২৭)

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় এক বার সেবনেই যন্ত্রণা হইতে আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে।

উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭নং ভবনে তত্ত করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ৩৷৷০ টাকা মায় ডাকমাশুল।

বি, এম সরকার কোং চোরবাগান কলিকাতা।

বিদ্যাপতি।

মহাজন পদাবলী সংগ্রহ ১ম ভাগ, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের জীবনী, গ্রন্থ সমালোচনা এবং বিদ্যাপতির মূলগ্রন্থ সটীক, মূল্য ১৷৷০ ডাক মাশুল ৵০ আনা। কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ৫৪ নং দোকান শ্রীযুত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং কোর নিকট, কিম্বা যশোর বগচর শ্রীযুক্ত অভয়চরণ দের নিকট এবং অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য।

পদ্মপুরাণ।

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া মাসিক খণ্ড খণ্ড ক্রমে প্রচারিত হইতেছে। দুই খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য প্রত্যেক খণ্ড ডাক মাশুল সমেত ।/০ আনা। শ্রীমদ্ভাগবত ঐ, ঐ ২৫ খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে। সমাজদর্পণ, সাপ্তাহিক পত্রিকা ডাক মাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ৬৷৷০ টাকা। চোরবাগান মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রীট নিউ সরকারস প্রেস ৩৫ নং ভবনে পাওয়া যায়।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকাশিত মত ও বিচার।

গবর্ণমেণ্টের ২১এ নবেম্বরের শস্য সমন্ধীয় বিবরণে প্রকাশ হয়, সুন্দরবন, সাগরকুলস্থ প্রদেশ এবং শ্রীহট্টের জন সংখ্যা প্রায় ১৩০ লক্ষ লোক, এখানে প্রায় পুরা ফসল হইবে। বাঙ্গালার উত্তর প্রদেশ এবং বেহারের জন সংখ্যা ২৬০লক্ষ লোক। এখানে শিকি ও তৃতীয়াংশের মাঝামাঝি শস্য হইবে। বাঙ্গলার অপর প্রদেশে প্রজার সংখ্যা ২৮০ লক্ষ লোক ও সেখানে অর্দ্ধেক ও বার আনার মাঝামাঝি শস্য হইবে। গবর্ণমেণ্ট এই তালিকা প্রকাশ করিয়া এই রূপ সিদ্ধান্ত করিতেছেন "বাঙ্গলার উত্তর প্রদেশে সম্ভবতঃ পূর্ব্ব বৎসরের বিস্তর শস্য সঞ্চিত আছে। কারণ শ্রীহট্ট, বাখরগঞ্জ এবং উড়িষ্যা প্রভৃতি যে সমুদয় জেলা হইতে চাউল রপ্তানি হয়, সেখানে গতবৎসরের চাউল বিস্তর বাজারে দেখা যাইতেছে, কিন্তু বেহারের কোন২ জেলা হইতে চাউল রপ্তানি না হইয়া বরং সেখানে অন্যত্র হইতে আমদানি হইয়া থাকে। এ সমুদয় স্থলে চাউলের অভাব হইবার সম্ভাবনা। যে সমুদয় জেলায় অর্দ্ধেক ফসল হইয়াছে, সেখানে লোকের অন্ন কষ্ট হইবে না, তবে ভূসম্পত্তিশূন্য দরিদ্র লোকের কিছু কষ্ট হইতে পারে। বেহার ও বাঙ্গলার উত্তর বিভাগের নিমিত্ত কিছু উদ্বিগ্নের বিষয় বটে, কিন্তু এখন রবিখন্দ হয় নাই। রবিখন্দ যদি ভাল হয় তবে সে ভাবনাও অনেক দূর হইবে।,, গবর্ণমেণ্টের উপরের বিবরণ দ্বারা এই রূপ গণনা করা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে যেখানে অর্দ্ধেক ফসল হইয়াছে সেখানে লোকের একরূপ চলিবে অর্থাৎ অর্দ্ধেক ফসলে লোকের চলে। তাহা হইলে বাঙ্গলার যে প্রদেশে অর্দ্ধেক ও বার আনার মাঝামাঝি ফসল হইবে সেখানে অন্ততঃ লোকের অন্ন কষ্ট হইবে না এবং এই জনপদের লোক সংখ্যা ২৮০ লক্ষ লোক। যেখানে পুর ফসল হইয়াছে সেখানকার জন সংখ্যা ১৩০ কোটী লোক। অর্দ্ধেক ফসলে যদি লোকের চলে তাহা হইলে এই স্থান হইতে ৬৫ লক্ষ লোকের আহারীয় অন্যত্র রপ্তানি হইতে পারিবে। আবার যে প্রদেশে শিকি ও তৃতীয়াংশের মাঝামাঝি ফসল হইবে সেখানকার জন সংখ্যা ২৬০ লক্ষ। এখানকার উৎপন্ন শস্য যদি গড়ে ৫ আনা হয় তাহা হইলে ইহা দ্বারা ১৭২ লক্ষ লোকের অন্ন নির্ব্বাহ হইবে এবং এখানেই কেবল ৮৮ লক্ষ লোকের অন্ন কষ্ট হইতে পারে। কিন্তু যেখানে পুর ফসল হইবে সেখান হইতে সম্ভবতঃ ৬৫ লক্ষ লোকের খোরাকি চাউল রপ্তানি হইবে। আবার ২৮সে নবেম্বর তারিখের বিবরণে প্রকাশিত হইয়াছে যে "পূর্ব্বে যে রূপ শঙ্কা করা গিয়াছিল শস্যের অবস্থা তদপেক্ষা এখন কতক ভাল দেখা যাইতেছে।" ৫ই ডিসেম্বরের বিবরণেও প্রকাশিত হইয়াছে যে বর্দ্ধমান বিভাগে ঢাকা, করিদপুর, পাবনা, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে আশার অতিরিক্ত শস্য সংগৃহীত হইয়াছে। রবিখন্দ ক্রমে ভাল দেখা যাইতেছে, বেহারে যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে এক্ষণ বৃষ্টি হইলে রবিখন্দ নিতান্ত মন্দ হইবে না। বাঙ্গালার রবিখন্দের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট হয় নাই। ১২ই ডিসেম্বরের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে যে সংগৃহীত শস্য দেখিয়া বোধ হইতেছে যে অনেক স্থলে গণনার অতিরিক্ত শস্য পাওয়া যাইবে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে পূর্ব্বে যে রূপ গণনা করা গিয়াছিল তাহা অপেক্ষা উত্তম ধান্য হইবে। বাঙ্গালার পশ্চিম বিভাগে সমুদয় অঞ্চলে পূর্ব্বে যে রূপ স্থির করা গিয়াছিল তাহার অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হইবে। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট আশা করিতেছেন অন্ততঃ লোকের ঘরে ৪। ৫ মাসের অন্ন সঞ্চিত আছে।

উপরের বিবরণটী পাঠ করিলে বোধ হয় না যে এদেশে কিছুমাত্র অন্ন কষ্ট হইবে। তবে গবর্ণমেণ্টের সংগৃহীত বিবরণ গুলি কি সত্য? ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিয়া শস্যের পরিমাণ কুত করা অসম্ভব। এরূপ স্থানীয় পরীক্ষা দ্বারা বোধহয় কর্ত্তৃপক্ষীয়রা গণনা করেন নাই। তাঁহারা চৌকিদার কর্ত্তৃক অনেক সম্বাদ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এত বড় গুরুতর বিষয় চৌকিদারের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া বিশ্বাস করা যায় না। এদেশের ধানি জমি কত তাহা আমরা জানিনা, আমন ধান্যের ক্ষেত্র বা কত তাহাও জানিনা। প্রতি বিঘায় কি পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় সে বিষয় লইয়া অনেক মত ভেদ আছে। তবে আমরা এই দুইটী বিষয় জানি যে এদেশের জন সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় কোটী এবং কিরূপ ভূমিতে আমন ধান্য উৎপন্ন হয়। আমরা এই দুইটী মুল সূত্র লইয়া গণনা করিলে যাহা হউক একটী সিদ্ধান্ত করিতে পারি। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় গণনা করিতে হইলে আমাদের এই কয়েকটী বিষয় দেখা উচিত। প্রথম জন সংখ্যা কত, দ্বিতীয় কত খাদ্যের প্রয়োজন, তৃতীয় উহার কত সঞ্চিত আছে, চতুর্থ, এবৎসর কত শস্য উৎপন্ন হইবে। এ দেশের জন সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এবং প্রতি জন যদি প্রতি দিন অর্দ্ধ সের করিয়া অন্ন আহার করে তবে ২৯৭ লক্ষ মন চাউল আমাদের প্রয়োজন হয়। এদেশে কত ধান্য সঞ্চিত আছে তাহা নির্ণয় করা ভারি সুকঠিন। গবর্ণমেণ্ট অনুমান করেন ৪।৫ মাসের ধান্য ঘরে মজুত আছে। আমরা অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত হই যে পৌষ হইতে দেশের অন্ননির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত নুতন ধান্যের আবশ্যক হইবেক। যত দিন দেশের আভ্যন্তরিক ও বহির্বাণিজ্যের সুগম না হইয়াছিল, যতদিন এদেশ হইতে জাহাজ যোগে অন্যত্র চাউল রপ্তানি না হইত ততদিন এদেশে বিস্তর শস্য মজুত থাকিত। এখন আর তাহা নাই। ক্ষেত্রজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় দেশের মধ্যে প্রায় ভূমি পতিত নাই, এবং কৃষকেরা অহর্নিশি পরিশ্রম করিয়া শস্য উৎপন্ন করে। এই নিমিত্ত ধান্যের মহাজনী পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং অনেক স্থলে মোটে নাই। এখন কৃষকেরা নিজ উৎপন্ন ধান্যের দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করে। বৎসরের মধ্যে ধান্যের দুইটী প্রধান ফসল হয়। আউস ও আমন। আউস ধান্য দ্বারা কৃষকদিগের ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত অন্ন নির্ব্বাহ হয় এবং তাহারা জমিদারকে শিকি খাজনা দেয়। এবং আমন ধান্য ও রবিখন্দ হইতে তাহাদের বৎসরের অপর কয়েক মাসের খোরাক চলে, রাজস্ব ও মহাজনের দেনা পরিশোধ হয় এবং সংসারের অন্যান্য ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ হয়, সুতরাং তাহাদের ঘরে প্রায় ধান্য সঞ্চিত থাকে না। একটী নুতন ধান্যের ফসল উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে তাহারা সঞ্চিত ধান্য বিক্রয় করে। কৃষকেরা পুরাতন ধান্য অপেক্ষা নূতন ধান্য সুখাদ্য বিবেচনা করে, নূতন চাউল কেবল লবণ দ্বারা আহার করিতে পারে। এই নিমিত্ত পুরাতন অপেক্ষা নূতন ধান্য তাহারা অধিক আদর করে। ফল সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ কারণ কৃষকদিগের দরিদ্রতা। তাহাদের আয় পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যয়ের আধিক্য হইয়াছে বিশেষতঃ তপ্ত বালুকা ক্ষেত্রে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারি বর্ষণ না হইলে সমুদয় শুষ্ক হইয়া যায়। সুতরাং তাহাদের অবস্থার যত উন্নতিই হউক এখন সঞ্চয় হইবার সময় হয় নাই। তাহারা কষ্টে সৃষ্টে কেবল আগামী ফসল পর্য্যন্ত চলে এই রূপ ধান্য গৃহে সঞ্চয় করিয়া রাখে। আবার এ বৎসর কৃষকদিগের গৃহে যদি ধান্য সঞ্চিত থাকে তবে সে গত আউস ফসল হইতে সঞ্চিত হইয়াছে কিন্তু এ দেশে আউস ধান্যের আবাদ অতি অল্প। আবার যে অবধি পাটের টান দেশের মধ্যে আরম্ভ হইয়াছে সেই অবধি আউস ধান্যের আবাদ আরও কমিয়া গিয়াছে কারণ আউসে জমিতে পাট উত্তম হয়। সুতরাং যে ফসলে তিন চারি মাস চলে এ রূপ ধান্য উৎপন্ন হয় তাহা হইতে চারি মাসের ধান্য সঞ্চয় হওয়া অসম্ভব। এ বৎসর আবার আর একটী ক্ষতি হয়। এ বৎসর আমন ধান্যের আবাদ যে রূপ হয় তাহাতে কৃষকেরা অপর্য্যাপ্ত শস্য পাইবে এই রূপ আশা করে এবং এই নিমিত্ত অনেকে গৃহে ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখে নাই, প্রত্যুত ধান্য বিক্রয় করিয়া পুত্রের বিবাহ ও নূতন গৃহাদি প্রস্তুত করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন গৃহে পূর্ব্ব বৎসরের ধান্য চাউল মজুত থাকিলে, পুরাতন চাউল এত অধিক মূল্যে বিক্রয় হইত না। কৃষকেরা পুরাতন অপেক্ষা নূতন ধান্য অধিক ভাল বাসে সুতরাং পুরাতন ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখায় তাহাদের কোন স্বার্থ নাই। আবার পুরাতন ধান্যের চাউল গৃহে সঞ্চয় করিয়া রাখিলে পোকা ইন্দুর প্রভৃতি দ্বারা উহা নষ্ট হইয়া যায়। এ নিমিত্তও কৃষক দিগের পুরাতন ধান্য বিক্রয় করায় স্বার্থ আছে অতএব কৃষকের গৃহে যদি পূর্ব্ব বৎসরের চাউল ও ধান্য মজুত থাকে তাহা হইলে পুরাতন ধান্যের চাউলের মূল্য নূতন অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় না হইয়া প্রত্যুত অল্প মূল্যে বিক্রয় হইত কিন্তু পুরাতন চাউল এত উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয় যে উত্তম অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন কেহ উহা ক্রয় করিতে পারেনা। তবে এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে যে কৃষকের ঘরে না থাকুক মহাজনের ঘরে চাউল মজুতআছে। আমাদের বৎসরে আহারের নিমিত্ত ২৯৭লক্ষ মন চাউল আবশ্যক হয় এবং গবর্ণমেণ্ট যেরূপ বলিতেছেন যদি মহাজনের ঘরে তিন মাসের খাদ্য সঞ্চিত থাকে তাহা হইলে ইহার শিকি অর্থাৎ ৭৪২৫০০০ মন চাউল মজুত আছে। এত চাউল গোলাজাত রাখিলে গোলাতে একটী

দেশ জুড়িবে এবং এই গোলাপূর্ণ দেশটী কোথায়? এবং যদি প্রতি মন চাউলের মূল্য ১৷৷০ টাকা হিসাবে ধরা যায় তবে অর্থ ব্যবসায়ী মহাজনেরা বৎসর২ নিরর্থক ১১১৩৭৫০০ টাকা ঘরে ফেলিয়া রাখিয়া দেয়। এতদ্ভিন্ন এত চাউল যদি দেশে মজুত থাকে তাহা হইলে কি রূপে এক বৎসর শস্যের কিছু অনিষ্ট হইলে বাজার গরম হইয়া উঠে ও এ বৎসর এত আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে।

কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইবে তাহা নির্ণয় করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে বলেন যে গড়ে অর্দ্ধেক ফসল হইবে। আমরা গণনা দ্বারা স্থির করি যে ছয় আনা শস্য হইবে। ইহার কোনটী যে সত্য তাহা বলা যায় না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে তিন রকম ভূমিতে আমন ধান্য হয়- উচ্চ, গভীর বিল ও অল্প গভীর-বিল। উচ্চ ভূমির শস্য ও অল্প গভীর বিলের ধান্য অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এমন কি ইহাতে দুই আনা শস্য হয় কি না সন্দেহ। আমরা গবর্ণমেণ্টের শস্য সম্বন্ধীয় সাপ্তাহিক রিপোর্ট পাঠে দেখিয়াছি যে প্রায় সর্ব্বত্র হইতে প্রকাশিত হইয়াছে যে উচ্চ ভূমির শস্যের আর কোন আশা নাই। এবং বেহারের সর্ব্বত্র প্রায় এই রূপ উচ্চ ভূমি রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, মালদহ, পুর্ণিয়ার কিয়দংশ, ভাগলপুর বিভাগ, বর্দ্ধমান, বগুড়া, বীরভূমের নিকট কিয়দংশ প্রভৃতি স্থানের ভূমি প্রায় উচ্চ ও অল্প গভীর এবং এখানে যে চারি আনার অধিক ফসল হইবে তাহার আশা করা যায় না। আবার রাজসাহীতে শস্যের অবস্থা অতি মন্দ, কৃষ্ণনগরে মোটে কিছু হয় নাই বলিলেও হয়, ঢাকায় মানিকগঞ্জে জোর শিকি হইবে। আমরা যাহা বলিতেছি তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে গড়ে অর্দ্ধেক শস্য যে হইবে তাহা কোন মতে বিশ্বাস হয় না এবং আমরা যাহা বলিতেছি তাহা নিতান্ত আনুমানিক গণনা নহে। গবর্ণমেণ্ট বলেন যে অর্দ্ধেক ফসলে আমাদের অন্ন নির্ব্বাহ হইতে পারে এবং গবর্ণমেণ্টের গণনায় গড়ে অর্দ্ধেক ফসল দেশে উৎপন্ন হইবে সুতরাং তাহারা আশা করিতেছেন যে দেশে অন্ন কষ্ট হইবে না। কিন্তু এদেশে খাদ্যের নিমিত্ত গড়ে ২৯৭ লক্ষ মন আবশ্যক হয়, আর ৭০ লক্ষ মন জাহাজে অন্যত্র রপ্তানি হয় এবং আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের ও সঞ্চিত শস্যের পরিমাণ আর ৭০ লক্ষ মন হইবে। তাহা হইলে বৎসর এদেশে ৩১১০ লক্ষ মন চাউল উৎপন্ন হয়। ইহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১৫,৫৫০,০০০ মন চাউল হইলে আমাদের সংসার অন্ন নির্ব্বাহ হইতে পারে অর্থাৎ তাহা হইলে সাড়ে ছয় কোটী লোকের প্রতিদিন প্রতি জনের প্রায় এক পোয়া হিসাবে চাউল লাগে এবং এক পোয়া চাউলে আমাদের দৈনিক আহার নির্ব্বাহ হয় কি না তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। যদি অর্দ্ধেক ফসল হইয়া থাকে এবং লোকের ঘরে তিন চারি মাসের শস্য মজুত থাকে তবে এই সস্তার সময় তিন চারি টাকা মূল্যে চাউল বিক্রয় হইতেছে কেন? মহাজনেরা গবর্ণমেণ্ট ও গৃহস্থেরা চাউল ক্রয় করিয়া সম্ভবতঃ কিছু মূল্য বৃদ্ধি করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাহাতে এত মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা কি আছে? পূর্ব্বাপেক্ষা রপ্তানি কম হইতেছে সুতরাং মহাজনেরা বিদেশে পাঠাইবার নিমিত্ত চাউল ক্রয় করিতেছে না, এবং দেশে যদি শস্যের সচ্ছলতা থাকে তবে তাহারা চাউল কি ক্ষতিগ্রস্থ হইবার নিমিত্ত ক্রয় করিতেছে? গবর্ণমেণ্ট যদি বুঝেন যে তত ভয়ের বিষয় নাই তবে তাঁহারাই বা কেন শস্য ক্রয় করিতেছেন? এবং কলিকাতার গৃহস্থেরা বটে না জানিতে পারেন কিন্তু শস্যের অবস্থা ভাল হইলে মফঃস্বলের মহাজনেরা কেন শস্য ক্রয় করিবে?

বাঙ্গালা সাহিত্যে যদি বীর-রস প্রধান পুস্তকের অসদ্ভাব থাকে তবে সে পাঠকের কি শ্রোতার অভাবে নহে, গ্রন্থকারের অভাবে। লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের খেদ পাঠ বা শ্রবণ করিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় যেরূপ বিগলিত হয়, পুত্র শোক তুর দশাননের যুদ্ধোদ্যম ও রণোন্মত্ততা শ্রবণ করিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় সেইরূপ প্রোৎসাহিত হয়। সরমার নিকট সীতার খেদ ও প্রমীলার লঙ্কাপুরে গমন, এই এই দুইটী পরিচ্ছেদ মেঘনাদবধ কাব্যে উৎকৃষ্ট পরিগণিত। গত শনিবার ন্যাশন্যাল থিয়েটরে হেমলতা নাটকের অভিনয়ে আমরা ইহার আর একটী প্রমাণ পাইয়াছি। নাটক খানি যেরূপ পাঠোপযোগী হইয়াছে, উহা সেইরূপ অভিনয়োপযোগী হইয়াছে। আমরা কলিকাতায় বঙ্গভূমিতে যে সকল নাটকের অভিনয় দেখিয়াছি হেমলতার ন্যায় কোন নাটকই এত কৃতকার্য্য হয় নাই। এই কৃত কার্য্যতা নাটকের গুণে হইয়াছে বলিলে যথেষ্ট হয় না। সত্যসখা, হেমলতা, বিক্রমসিংহ, কমলাদেবী প্রভৃতির অংশ গুলি যাঁহারা অভিনয় করিয়াছিলেন তাঁহারাও গুণবান লোক। নূতন বৎসরের আরম্ভে ন্যাশন্যাল থিয়েটরের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি।

মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা শ্রেণীর কতক গুলি ছাত্র বর্ণাবিউলর ও মাইনর স্কলরসিপ পায়। ইহার উপরই তাহাদিগের পড়া শুনা ও জীবিকা নির্ভর করে। প্রায় ৬। ৭ মাস হইল তাহারা বৃত্তি পায় নাই, সুতরাং তাহাদের কষ্টের এক শেষ হইয়াছে। এ বিষয় তাহারা কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের কাহাকে কাহাকে জানাইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কিছুই হয় নাই। বোধ করি যে সকল মাজিষ্ট্রেট দিগের হস্তে শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃত্ব অর্পিত হইয়াছে তাঁহাদিগের অমনোযোগ এরূপ ঘটিয়াছে। আমরা গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি যে উপরোক্ত দরিদ্র দিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র তাহাদিগের বৃত্তি পাইবার একটী সুনিয়ম করিয়া দেন।

আমরা "বুক্ অব্ ফেট" অর্থাৎ ইরাজী কাক চরিত্রে গ্রন্থের এক খানি বাঙ্গালা অনুবাদ পুস্তক পাইয়াছি। এই খানি শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় অনুবাদিত। মূল্য ।০ আনা। যে সাহেব এই খানি ফরাশী ভাষা হইতে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তিনি বলেন এই পুস্তক দেখিয়া তিনি যত গণনা করিয়াছিলেন, সব খাটিয়াছিল। ইহাতে ষোলটী প্রশ্ন আছে, পুস্তকের যথা স্থানে তাহার উত্তর পাওয়া যায়। ইহার সমুদয় উত্তর, সর্ব্বত্রে খাটুক বা নাই খাটুক, ইহার গণনায় বিশেষ আমোদ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাবু রামহরি গঙ্গোপাধ্যায় খানাকুল কৃষ্ণনগর হইতে নিম্নোক্ত বিষয়টী আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। কুইনাইনের তিক্ত আস্বাদ প্রযুক্ত সর্ব্ব সাধারণ ব্যক্তিই বিকট মুর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক দ্বেষে বিরক্তভাব প্রকাশিয়া গলাধকরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু না খাইলে কোন ক্রমে জ্বরের হস্ত হইতে আশু প্রতিকার লাভ করেন এমত অন্য উপায় নাই সুতরাং সেবনে বিরত নহেন। আমি অনেক দিবসাবধি উক্ত দ্রব্যের তিক্তস্বাদ নিবারণ জন্য নানা দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। আপাততঃ প্রায় মাসাতীত হইল চিকিৎসালয়ের কার্য্যবশেষে এই বিষয় চিন্তা করিতে২ মন মধ্যে উদয় হইল যে কষায় দ্রব্যের তিক্ত স্বাদকে নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে এই অনুমান করিয়া একটী বড় হরিতকীর কিয়দংশ কর্ত্তন করিয়া সুচারু রূপে পূর্ব্বে চর্ব্বন করিতে লাগিলাম। চর্ব্বনাবশেষে উদরস্থ হইলে, প্রায় ১৪। ১৫ গ্রেণ কুইনাইন এক কালিন মুখ মধ্যে অর্পণ করিয়া স্বচ্ছন্দ রূপে খাইলাম, তাহার কিছুমাত্র তিক্তস্বাদ বোধ হইল নাই। এক্ষণে সানুনয়ে প্রার্থনা যে মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার পত্র আপনার পত্রের মধ্যে কিঞ্চিৎ স্থান দান দিয়া জন সাধারণের উপকারার্থে তিক্তস্বাদ হইতে জনসমাজকে নিরাকৃত করিলে চিরবাধিত করা হয়।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এই রূপ স্থির করিয়াছেন যে, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোক দিগের সাহায্যার্থে আগামী ৩১এ জানুয়ারির মধ্যে ৯৫,০০০ মন চাউল এদেশে আনয়ন করিবেন। ইহার ৪০০,০০০ মন চাউল কলিকাতায় ও বাঙ্গলার পূর্ব্ব অঞ্চলে ক্রয় করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট ইহার ১৬,০০০ মন চাউল ক্রয় করিয়াছেন। ঢাকার কমিশনার ও দিক হইতে ১০০,০০০ মন চাউল ক্রয় করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এক্ষণ ১৫০,০০০ মন চাউল ক্রয় করিতে বাকি আছে। গবর্ণমেণ্ট এই চাউল ক্রয় করিবার নিমিত্ত মহাজনদিগকে আহ্বান করিতেছেন।

সার জর্জ ক্যাম্বেল সাহেব পদ পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন স্থির হয়, কিন্তু এক্ষণ শুনা যাইতেছে যে তিনি আপাতত যাওয়া স্থগিত করিলেন। লর্ড নর্থব্রুক তাহাকে যাইতে দিতেছেন না।

লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাবু জগদীশ নাথ রায়কে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রজাদিগের সাহার্য্যার্থে দিনাজপুরে প্রেরণ করিয়াছেন। যেবার উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হয় সেবার জগদীশ বাবু ভারি ক্ষমতা ও কার্য্যদক্ষতা দেখান। দিনাজপুরে তিনি গমন করিয়া যে বিশেষ উপকার করিবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA—THURSDAY, 18*th Dec.* 1873.

The *People's Friend* has a thoughtful and temperate article on the Native Press.

The *National Paper* is not easily swayed by the English Press, and we therefore cannot account for our contemporary's onslaught upon poor Sir Richard Temple. We natives rea ly konw nothing against him.

The Government Translator in his last report on the Native Press makes us say: "We have seen little of Lord Northbrook, and therefore do not know much of him, except that he is of a very cold temperament, and unless a matter reaches its extreme height, he will not take notice of it; so that nothing but mishap can come of such a person;" while on the contrary we said that "Lord Northbrook is a man of cool determination and unimpulsive nature and more good than evil can come of such a person." We would have taken no notice of the matter had it not concerned our Governor General, a Governor General whom we love and revere. The Reporter we hope will do us the justice by correcting his blunder in his next.

Dr. Bowser of Jesssore has been allowed to resign. In a letter to him the Government says that the Rungpore affair is itself a sufficient ground for his being dismissed, but on account of previous good conduct he will be allowed to resign, and so Dr. Bowser has resigned. While at Rungpore he had charge of a certain fund a portion of which he converted to his own use, but he was obliged to disgorge the amount after borrowing it from a Mooktier of Jessore Babu Bishtoo Chandra Chatterjee. These facts were brought to light while Mr. Smith the Magistrate of Jessore was investigating the charges brought against him by the Newspapers, the Jailor, the sub-Jailor and Nobokoomar Nath. Mr. Smith was a firm friend of the Doctor and placed implicit confidence in him. When the Jailor brought a serious charge against the Doctor who was also the Jail Superintendent, the Jailor was dismissed. The Sub-Jailor who supported the charge of the Jailor was also dismissed, and Nobokoomar Nath who wrote in the Newspapers against the Doctor was dismissed too from Government service. But at last Mr. Smith perceived the true character of Dr. Bowser and forgot every other consideration for the sake of justice. Some of the European residents pleaded for the Doctor incessantly but in vain. He was inexorable and he would rather hurt his best friends than see the ends of justice defeated. By renouncing Dr. Bowser Mr. Smith has done an incalculable service to Jessore. Already a popular Magistrate, Mr. Smith has by this measure covered himself with the golden opinions of the people. Mr. Smith is in fact impartiality itself, and being extremely good natured and somewhat of a jovesl temper he cannot but be loved by the people entrusted to his care. We hear that Mr. Smith intends to prosecute Dr. Bowser for his misconduct as Jail Superintendent of Jessore but we think the man is sufficiently punished by being dismissed.

Sir George Campbell is particularly strict in exacting obedience from his subordinates. He very strongly insists upon a loyal and hearty submission on the part of all his officers to his orders, however uncongenial they may be; and expects that whatever may be the opinion of an individual official, he will use his best endeavours to carry out such a measure in the fullest and most energetic manner. It has been said that the best servant makes the best master; and it is no doubt on this principle that Sir George is training his officers to be good Governors. But it is to most men easier to rule than to be ruled and we shall see with some interest how Sir George will carry out a recent order of the Government of India. His Honor is avowedly opposed to the Jonesian system of transliteration which the Government of India has charged the different subordinate Governments to adopt; and it will be a somewhat bitter duty for Sir George to obey the order of the Government in this matter in the spirit and with the zeal which he expects a Bengal Commissioner to desplay when carrying out some scheme of the Bengal Government which the said Commissioner considers wrong and bad. It has been said that the manner in which the Lieutenant Governor received Lord Northbrook's veto of the proposed Municipalities Bill last year brought down upon His Honor a somewhat sharp reproof from his kinsman the Duke of Argyll. Knowing this and how much easier it is to preach than to practise, we confess that we await with considerable interest Sir George Campbell's action with regard to the recent transliteration order. He has an excellent opportunity of showing a good example and we hope he will do so if not for anything else, at least to silence his cavilers who regard him in the light of an over-strict ruler without possessing those amiable qualities which he so strongly recommends to others.

Abdul Kader is destined to be a historical character. For sometime past, there has been a struggle for mastering between law and despotism, and to Abdul Kader was reserved the glory of settling the difference. Our readers are aware how this man was persistently persecuted by the local authrities of Purnea, how he sought and obtained protection from the High Court, how he was again and again enmeshed in a labarynth of difficulties by the Magistrate, and how he was at last committed to the Sessions which sentenced him to a long term of imprisonment with hard labour. The case being appealed to the High Court, the Judges, as we said the other day, acquitted him. When the case was still in the hands of the Magistrate, two of the High Court Judges were of opinion that Abdul Kader was being unnecessarily harrassed as no charge could be substantiated against him. When an appeal against the decision of the Sessions Court of Purnia was made to the High Court, Sir George Campbell in a letter to the Governor General charged those two High Court Judges as already prepossessd in favor of the case, and that no impartial justice could be expected from them. The Governor-General sent the letter on to the Chief Justice. The result was that the Judges complained of refused to sit, and the appeal was eventually heard and determined by two *Civillian* Judges who arrived at the same conclusion as the Judges against whom Sir George wrote to the Governor General, and thus we imagine His Honor will add two other to his list of partial Judges. Sir George Campbell is perhaps of opinion that when an executive officer is morally convinced that a man is guilty he has every right to override law to convict that man and thus though there were no proofs against Abdul Kader, he was convinced that the man had committed the offence, because this Magistrates believed the same. Thus anxious lest the guilty would escape he at once rushed to commit an act, which considering all the circumstances was at least very imprudent. Indeed Sir George has placed himself in a very dangerous position, his position may protect him from some but not all the consequence attaching to such an act. In the case of an ordinary individual we believe it would be construed into a very serious contempt of the court, but we have no heart to wish ill to His Honor. We believe however the whole nation is opposed to the principle which he has been practically advocating all along and the whole nation shall rejoice to see the triumph of law over despotism. Sometime ago the Lieutenant Governor consoled the Commissioners with the assurance that he was doing all in his power to get over all those legal difficulties which generally obstruct an executive officer to do as he wished and that he hoped to suceed in his enndeavours very soon. He recorded this in his resolution on the district administration reports so that it might be very widely known. Sir George thus aims at doing away with the law of the country. Such is the low state of our law, such the wretched status of those dignified bodies who are entrusted with the charge of administering justice to the land. If the present attitude of the Lieutenant Governor rouses the spirit of the High Court—a spirit which has been lying dormant since the departure of Sir Barnes Peacock- and leads it to vhidicate its dignity, we can yet console ourselves with some gain. But if Sir George on the contrary is allowed to go on in his career unimpeded and unchecked, there will be nothing but a trampling down of law and justice, nothing but a positive slavery in the land, and the scene of the Carolina slavery enacted over again in Bengal.

A Receipe to Secure Native Loyalty—The Mahumedans in India were more sucessful than either the English or Romans in securing the good feelings of those they conquered. If the wise policy inaugurated by Akbar were followed by his successors and if such bigots as Aurungzebe were not born, there would have been perhaps very little difference between a Hindoo and Mohamedan in his feelings and views. During the reign of Akbar intermarriages between the two races were actually introduced and though this was the best and the surest way to bind the two nations by a bond of common interest yet the experiment failed, for there is an exclusiveness in Hindoo nature which forbids a family tie being formed between himself and a foreigner. He is most jealous of his caste and religion and he is ready to sacrifice anything for his nation. The great Rajput family who had the boldness to form blood relationship with Akbar is yet regarded as an apostate by his co-religionists and never would a true Rajput marry his daughter or son to the fallen family of Jodhpore. If intermarriage between the Hindoos and Mahomedans were an impossibility it is still more so between the present races of the conquered and the conqueror. Th Hindoos differ from a Mahomedan far less in their intellect, moral and physical nature than they do from a European. The Hindoos are Asiatics and the Mahomedans are likewise so, they have therefore greater causes of sympathy for one another than they can possibly have for the far distant Europeans. The Mahomedans did not come to India with a higher civilization, and therefore a morbid pride of their own superiority and contempt for the conquered. Th Normans conquered the Saxons but it was inter-marriage which blendd the two nations into one. But intermarriage though one of the best means to bring two alien nations together, it is not only impracticable here but fraught with the most lamentable results: *vide* the half castes. Our conquerors therefore must look to other things if they desire to secure the heart and loyalty of the people. The Government and people are always at variance with one another. This is the case everywhere and especially so in conquered countries. The Government looks upon the people with mistrust, and they in their turn regard every measure of Government with suspicion. The people loudly complain against Government whenever they imagine that their just rights are not respected, and Government on the other hand most jealously watch any encroachment by the people on its established prerogatives. There is thus a continual struggle between the people and Government and we need not feel any surprise if the state of feelings between the present races of the conquered and the conqueror be not very friendly. To secure the sympathy of the people Government must allow them certain substantial privileges, which will bind them together by a common bond of interest. Our Government has already adopted measures which have to no inconsiderable extent served this end. Thus for instance the Permanent Settlement has for ever gained the zemindars of Bengal to the side of Government and if this settlement has caused some pecuniary loss it has secured the aid, co-operation and sympathy of the most powerful class. If the people were now to rise against the Government it is the interest of the zemindars to support the latter. So during the Sepoy war the princes ranged on the side of the Government. It was Lord Canning who first discovered this trait in human nature, at least in the character of our native princes, and secured to them the privileges and promises of safety of their possessions which could not fail to bind them closely to Government. Now suppose the

Russians were to come now, would not the native princes uphold the cause of the English Government with all their might? Is it not natural that they would fight for the English who have procured for them substantial benefits and not for the Russians though they hold forth far more glittering promises? The boons they have received at the hands of their English rulers are immediate and real, while whatever the Russians might promise is at least doubtful. The merchants and banians are generally the wealthist class in the land, but the system of banks and Government papers have bound them hand and foot to Government. They cannot now do without the English Government, and to maintain themselves and their wealth, they must do all they can to help Government whenever any danger threatens it. The Savings Bank is also a wise institution which is calculated to bind the well-to-do middle class to Government in a bond of interest. The proposed native life insurance scheme has also emanated from a wise head, for it will render many a native dependent upon Government. On the other hand measures have been adopted to bind the English to this country. Many own large factories and mercantile houses in the country, the English capitalists have invested enormous sums in Railways, and thus to a certain extent a tie of common interest has been already established between the two races. But the tie is at least a tie of interest. To secure interest is not quite sufficient, the heart must be secured to strengthen the security. And this can only be possessed by giving the natives a share in the administration of the country. To bind individuals or nations we must not only appeal to their interest, but to their noble sentiments also; you must confide in them and cherish their higher aspirations. It is a well-known fact how the people of this country are fond of serving under Government. Even the most powerful Zemindar, and the richest merchant will be but too happy to hold Government service, however insignificant or obscure it may be. Land-holders who could buy ten Divisional Commissioners are known to serve under Collectors and Magistrates in the capacities of clerks or cashiers, and are quite proud of their posts. The Mahomedans discovered this trait in their character and they employed them very largely under their Government. Thus we find a Hindu minister under the Mahomedan administering the finance of the country or a Hindoo Commander-in-chief commanding a Mahomedan army. The Mahomedans in fact so well studied the Hindoo nature that they managed almost all the affairs of Government through the Hindoo agency, and the result was that the ruling race became indissolubly bound with the ruled. The English Government cannot better secure the loyalty of the nation than by encouraging them in this direction. When inferior posts fill them with gratitude, it can be easily imagined with what ineffable joy they will receive more important ones. The only consideration which is likely to prevent Government from employing the natives to posts of responsibility is a want of confidence in their fidelity, but Government might rest assured that when once the natives have tasted its salt they are incapable of betraying their trust. They did not betray their trust under the Mahomedans, and they shall not betray it now. The responsible posts will no doubt be given to the most influential and intelligent men in the land and by securing one such man Government will secure the loyalty of hundreds of people with him, for these are the men who generally mould the tastes and prejudices of a nation. These men as we said when once taken as proteges by Governmant are incapable of doing anything which might go against their masters. If they would err, it would be rather on the side of their country than that of government. If necessary they would rather brave the taunts of their countrymen than dare to meet the displeasure of government. Their conduct might be reprehensible in the eyes of their countrymen, but government has no reason to doubt their fidelity to itself. The few natives that have been entrusted with any responsible posts under the present Government only confirm our statement to the very letter. Take for instance the case of Moulavie Abdoollatiff one of the first grade deputy magistrates. Has he ever betrayed his trust? Is he not on the other hand serving his masters at the sacrifice of the interests of his own country? Moulavie Abdoollatiff would indeed quite easily overlook the interests of his country if they ever clash against those of Government and so long as he is sure of Government favor he cares not for the frowns of his countrymen. Then we might cite the case of a well educated Deputy Collector who not long ago condemned the native press as preaching sedition, though no body asked his opinion on the subject, neither was it his province to pass such a remark by reason of his being a mere deputy of the deputies and as such confined to a narrow corner of the district. A Divisional Commissioner would not have been excused if he had given out such an opinion, because he has no right to speak of anything beyond his Division, but the Dy. Collector whose jurisdiction perhaps does not extend outside the sudder station cared not to attach odium to the press of his own country and hurt the feelings of his nation to secure the smiles of his rulers. Then we have Mr. Maneckji, of the Bombay Small Cause Court Judge who thus pleases his master the Government at the expense of his countrymen. With regard to inviting native witnesses to give evidence before the Finance Committee in London, he rises into this eloquent speech:—"It will give impetus to the disaffected. It will rig up the market of the Brammagem patriotism, which is in full swing among them just now. It will be adding fuel to the fire of agitation kindled by some of the designing ones, by fanning the flames of discord among the ignorant herd, by setting in motion the bellows of the press, by starting and working up political bodies and associations—more to advance their individual interest and importance than for the benefit of their country." This man appears somewhat wrong in the upper storey, but his lunacy leans towards loyalty to Government. The native civilians have also so far indentified themselves with the interests of Government as to have completely denationalized themselves. But for their colour they would have been by this time so many Englishmen. All these prove that if Government would but trust the natives they would forget evey other consideration. Here is then a means to secure the loyalty of the people and Government we hope will more largely experiment upon it than it has hetherto done.

FAMINE OR NO FAMINE—The question at present is not that what measures should be adopted to avert the horrors of famine in a population of 66 millions, but whether there will be a famine at all. If after all these energetic measures, generous Resolutions, stirring newspaper articles and argumentative memorials there be no famine it will be a grievous disappointment to Sir George, the British Indian Association and perhaps to the Editor of this paper. Yet they had all good reasons for their movements in the matter. Sir George did not at all envy the treatment which Sir Cecil Beadon received after the Orrissa famine, indeed his researches in Orrissa as the President of the Famine Commision, the spectacle of the bones of the dead by starvation which whiten the lands of Orrissa, the horrible accounts of that dreadful period which it was his misfortune to gather, collect and digest, made him a little nervous on the point, and if to this we add his impulsive nature, and untiring energy we can easily conceive into what a feverish excitement he was thrown when he got the report of the drought from the District Magistrates. The British Indian Association had history on its side, it found that a famine had invariably followed a drought, there was a drought this year and therefore Q.E.D. The poor Editor was well nigh suffocated under the weight of the heap of letters that he received on the subject, and all these letters carried the same tale—a two anna crop and two months store. So there was no help for the Editor and after a brief but heroic resistance he at last succumbed. When Lord Nothbrook spoke hopefully in Agra, the people of Bengal were indignant, what could our Simla-staying Lord know the state of the country? But it at last comes to this, the Bengal Government has been defeated by the authorities of Simla, now of Calcutta, and it had to submit to the ignominious task of recording its own defeat. The last narrative of the drought, a copy of which has been kindly sent us by the Government, announces the pleasing intelligence that the prospect of a famine in the land is, in spite of all that has been done to court and wellcome it, is as distant as ever. Well such a piece of information, though it might prove after all as false as the so-called deficit or surplus of the Financial Department, has made us merry indeed. But also upon what slippery ground the conclusion arrived at by Government is founded? To arrive at something like an accurate calculation, we must first ascertain the quantity of paddy land in the country, the nature of these lands, the nature and range of the drought, the average yield per bigga, the quantity of grain already in store, the quantity consumed per each head and the population of the country. Now Government knows nothing whatever of these particulars, no it has not the least idea. The population was no doubt once ascertained under the immediate supervision of Mr. Beverley, but Government will never be able to make the nation believe, unlss it once more resorts to Mr. Stephen and make unbelief penal, that the enumeration was correctly made. So as a carrier of good news we thank Government, but whether the news is correct or not is yet to be determined. Indeed had not Government and all the politicians of the day made a mess of the thing we might have by this time by looking at the rice market accurately determined the real state of affairs, but things have been so confounded that it has become quite impossible to come to any definite conclusion. Government purchasing rice, rich merchants busy in storing grain, exporters active in shipping bales, private parties prudently purchasing paddy for future contingencies, the Belvidere Resolutions, the newspaper articles, idlers' gossips and &c. &c. &c. have so disturbed the market that one does not know whether there will be a plenty or famine. The people of Balasore have reaped a bumper harvest and forthwith Babu Doorga Churn Law and followed by a host of other merchants raised the price of Balasore rice so enormously that all had to come back disappointed. None could purchase Balasore rice, and probably on the return of the active and shrewd merchants the price has again fallen there. So in Sylhet, merchants headed by the Commissioner of Patna himself flocked and the price rose day by day and the merchants came back with unladen boats. The price has since fallen there. Prudent men are waiting till the market is settled but who knows that they are not overstepping the bounds of prudence? Who can say that there will be a famine? Who can say there will be no famine? But famine or no famine, the Northern Bengal Railway will be erelong an accomplished fact, and that is some consolation. Amidst this confusion after confusion there is one steady fact which we can to-day place before our readers. Dinajepore is in a worse plight than most Districts of Bengal and the Northern portion of the District is in a worse condition than the Southern. Now it happened that an enlightened Zemindar possessing estates in that quarter directed his men to take accurate statistics of the villages belonging to him. The result is as follows. The population is ten thousand and the Naib wants between 5 to 6 thousand maunds of rice to tide over the difficulty. This means that the people are in want of only one month's food grain and this means there will be no famine in those villages at least. Now the probability is that the Naib has wanted more grains than he needed and if this be the actual condition of Dinajepore the other Dstricts of Bengal must be in a much better condition, and the prospect of famine nowhere. Cheena, Bhoora, Boro and Jallee paddies have been extensively cultivated, cultivated wherever the people have found any opportunit , even in shallow tanks, and all these grains will go a great way to mitigate the sufferings, if sufferings there be any. [illegible] this high price of rice at this season of the year when the paddy is harvested, no doubt may create an alarm, but the cause of this rise in price may be attributed, as we have said above, to the rumors of a famine so diligently spread by Government and News papers.

But then on the other hand we must not forget that there has been a drought, and a drought is always followed by a famine in this country. That the drought of this year is more extensive in its range than that of 1865 when about a million of human souls perished for want of food. That the British Indian Association headed by that acute economist Babu Digambar Mitra has after much thought come to the conclusion that unless prompt measures are adopted the horrors of 1770 will be repeated in Bengal. That thousands of letters from all parts of the country, from highly educated men, from Rajas and Zemindars, from travelling officers and rice merchants, from cultivating ryots and educated farmers, have all borne the same tale-the crop has failed and there is a danger of famine. We cannot shut our eyes to such overwhelming testimony comes as it from so different and reliable sources. We have no other resource therefore but to come to the wise conclusion that we do not at all know whether there will be a famine or no famine.

তারকেশ্বরের মহান্ত হাইকোর্টে আপিল করেন। বারিষ্টার জ্যাকসন ও ইভান্স তাহার পক্ষ সমর্থন করেন। মকর্দ্দমা ক্রমাগত তিন দিন হয়। হাইকোর্টের জজেরা মহান্তকে নিষ্কৃতি দেন নাই। ফিল্ড সাহেবের রায় বহাল রহিয়াছে।

বর্দ্ধমানের মহারাজা বারানসীর কয়েক জন প্রধান মহান্তের নিকট আবেদন করেন যে তারকেশ্বরের মহান্তের শূন্য পদে তাহারা কাহাকে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। শুনিতেছি তাহারা বারানসী হইতে এক জন মহান্ত নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন।

আমরা মুঙ্গেরের কোন সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়াছি:—

"কারাগোলার মেলাতে অন্নের অস্বচ্ছলতার নিমিত্ত পাছে সমাগত লোকের কষ্ট হয় এই ভয়ে এ বৎসর গবর্ণমেণ্ট উহা বন্ধ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্তু ইহা সকলেই জানেন যে এখানে যে সমুদয় লোক উপস্থিত হয়, তাহারা নিজের খাদ্য দ্রব্যাদি প্রায় সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যে অন্নকষ্টের ভয় করিতেছেন তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। কারাগোলার মেলাতে বিস্তর টাকার জিনিষ ক্রয় বিক্রয় হয়। এই সূত্রে এ প্রদেশে বিস্তর বাণিজ্য দ্রব্যের ও অর্থের আগম হয় এবং এ প্রদেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি অন্যত্র নীত হয়। অতএব গবর্ণমেণ্ট মেলা বন্ধ করিয়া এ দেশ বাসীদিগের অনিষ্ট কি মঙ্গল করিবেন তাহা আমরা জানি না। আমরা জানি অনেক কারিগরে ঋণগ্রস্থ হইয়া মেলায় বিক্রয় করিবার নিমিত্ত নানাবিধ শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। মেলা বন্ধ হইলে ইহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। এই মেলায় পণ্য দ্রব্যাদি প্রায় বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয় হয়। গঙ্গার দক্ষিণ প্রদেশ হইতে লৌহ, কাষ্টাসন, কাঁচপাত্র প্রভৃতি বাণিজ্যের নিমিত্ত আনীত হয় এবং উত্তর হইতে থলিয়া, গাঁজা, এবং ভুটান ও সিকিমের বন্য জাত দ্রব্যাদি উপস্থিত হয়।"

যদি প্রকৃত মেলার উপস্থিত লোকেরা আপন আপন খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে করিয়া আনয়ন করে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট যে কেন ইহা বন্ধ করিতেছেন তাহা আমরা জানি না। এই সমুদায় মেলা দ্বারা আমাদের আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের বিশেষ উপকার হয় এবং এই আভ্যন্তরিক বাণিজ্য দ্বারা দেশের বিশেষ মঙ্গল সম্পাদিত হয় সুতরাং আমরা ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট এটি বন্ধ করা না করার বিষয় আবার বিবেচনা করিবেন।

ADVERTISEMENT
NATIONAL THEATRE
CHITPUR ROAD JORASANK,
Saturday, the 20th December, 1873.
KAMALE KAMINI
OF
BABU DENO BONDHU MITTRA
TO BE
FIRST BROUGHT TO THE STAGE
Price of Admission
First class Rs 2, second class Re 1, third class 8 As

সংবাদ।

—জয়পুরের মহারাজার চক্ষের পীড়া আরোগ্য করাতে মহারাজা ডাক্তার ম্যাকনামারাকে ১৫০০০ টাকা নগদ, ২০০০ টাকার মণি, এক খানি তরবারি, দুই খানা ঢাল এবং একটী জম্বূরা দিয়াছেন। ডাক্তার ম্যাকনামারার সহকারী বাবু লাল মাধব মুখোপাধ্যায় ৫,৫০০ টাকা নগদ, ৫০০ টাকার মণি, এবং ২৫০ টাকার মারবেলের খেলেনা পাইয়াছেন। মহারাজা ডাক্তার সাহেবের পারদর্শিতায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার চক্ষে এক্ষণ সম্পূর্ণ দীপ্তি হইয়াছে। মহারাজের চিকিৎসক ডাক্তার ভ্যালেনটিন ৫০০০ টাকা এবং জয়পুরের নেটিব ডাক্তার আবদুল রহিম ৫০০ টাকা পাইয়াছেন।

—বানরেরা ভারি চালাক কিন্তু আমিরিকার ইংরাজেরা আবার ইহাদের দাদা। সম্প্রতি ব্রাজিকিনে একদল সাহেব বানর শিকার করিতে যান। তাহারা কতক গুলি বুট জুতা প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে আলকাতরা পরিপূর্ণ করেন। তাহার পর বনে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে একটী বৃক্ষে অনেক গুলি বানর বসিয়া আছে। সাহেবেরা ক্রমে এই বৃক্ষের নিম্নে গিয়া উপবেশন করেন এবং উক্ত বুট গুলি বৃক্ষের সাখায় ঝুলাইয়া রাখিয়া দেন। তাহার পর আপনাদিগের পা হইতে বুট গুলি খুলিয়া পরিতে আরম্ভ করেন। বানর গুলি এসমুদয় মনযোগ পূর্ব্বক অবলোকন করে। সাহেবেরা বৃক্ষ বুট গুলি রাখিয়া চলিয়া আইসেন। তাহারা যে আসিয়াছেন আর বানরেরা বুট লইয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া উহা পায় পরিধান করিতে আরম্ভ করে এবং যে পরা হইয়াছে আর অমনি সাহেবেরা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন, বানর গুলি লম্ফদিয়া পালাইবার যত্ন করে কিন্তু জুতার পা আবদ্ধ হইয়া আর গাছে উঠিতে পারেনা এবং সাহেবেরা তাহাদিগকে গিয়া ধৃত করিলেন।

—আমিরিকায় কোন দৈনিক পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১০ হাজারের কম নহে এবং কোন কোন সংবাদ পত্রের গ্রাহক সংখ্যা ১০০ লক্ষের অধিক আছে এবং আমেরিকায় প্রায় ৬।। ৭০ খানি সম্বাদ পত্র প্রতি দিন প্রকাশিত হয়। এদেশে দিন দিন সম্বাদ পত্রের সংখ্যা ও গ্রাহক সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হউক কস্মিন্ কালে যে আমিরিকার ন্যায় হইবে সে আসা আমরা করিনা। আমিরিকায় প্রায় সকলেই লেখা পড়া জানে এবং নৈমিত্তিক ক্রিয়ার মধ্যে এক খানি সম্বাদ পত্র পড়াও একটী গুরুতর কাজ। আমিরিকা ভ্রমণ কারী আমাদের একজন বন্ধু একবার আমাদিগকে বলেন যে আমিরিকার কাঠুরিয়ারাও প্রত্যহ সংবাদ পত্র পড়ে। তিনি বলেন, "প্রায় দেখা যায় কাঠুরেরা স্কন্ধে কুঠারি করিয়া বনে কাঠ কাটিতে কাটিতে ক্লান্ত হইয়া একটি বৃক্ষের গুড়ির উপর উপবেশন করে এবং পকেট হইতে চুরাট দিয়াশলায় ও সংবাদ পত্র বাহির করিয়া চুরাট পান করিতে করিতে সংবাদ পত্র পাঠ করিতে থাকে এবং পেন্সিল দ্বারা উহা নোট করিতে থাকে। আমিরিকায় কবে কে প্রেসিডেণ্ট হয় তাহার নিশ্চিত নাই। সেখানে বংশ মর্য্যাদানুসারে কেহ শাসন ভার প্রাপ্ত হয় না সুতরাং আজ যে কাঠ কাটিতেছে কল্য যে সে বড় লোক হইতে পারে ঐ আশা সে করে, কাজেই রাজনৈতিক সকল বিষয়তে তাহার প্রয়োজন এবং এই নিমিত্ত প্রত্যেকে মনোযোগ পূর্ব্বক সংবাদ পত্র পাঠ করে।

—বোম্বাই গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে যে পোলিস এক ব্যক্তিকে চোর সন্দেহ করিয়া একবার নিমিত্ত এত মারে যে সে মরিয়া গিয়াছে।

—গবর্ণর জেনারেল গত শুক্র বারে কলিকাতায় পৌছিয়াছেন। লেফটেনেণ্ট গবর্ণর ও সররিচাড টেম্পেল তাহাকে অভ্যর্থনা করেন।

—দিল্লিতে সম্প্রতি এক জনের নিকট ৫০ হাজার টাকার চোরা মাল পাওয়া গিয়াছে। খোলিয়াদার পোলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া রাজ বিচারে নীত হইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মাল কেহই সিনাক্ত করিতেছে না।

—আমাদের এক জন বন্ধু ঢাকা হইতে একটী হস্তি শাবক আনয়ন করিয়া কিছু দিন প্রতিপালন করেন। দৈবাৎ তাহার প্রতি দুই জন সাহেবের দৃষ্টি পড়ে এবং সাহেব দুই জন উহা যে কোন মূল্যের ক্রয় করিবার নিমিত্ত কৃত সংকল্প হন। সাহেবের লোকের সঙ্গে এক দিন দর লইয়া কথা বার্ত্তা হইতেছে ইহার মধ্যে আমাদের বন্ধু দেখেন যে হস্তি শাবকটী তাহার দিকে তাকাইয়া ক্রন্দন করিতেছে। তিনি ইহা দেখিয়া উহা বিক্রয় করা স্থগিত করিলেন। রাণাঘাটে এক দিন কতক গুলি চালানি গরু এক ব্যক্তি কলিকাতায় লইয়া আসিতে ছিল। সেখানকার এক জন মিউনিসিপ্যাল কনেস্টেবল ইহার একটী গোরু ক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে তাহার দর করিল, কিন্তু দরে বনিল না। কিন্তু যখন গোরুটী লইয়া যায় তখন উহা কনেস্টেবেলের মুখের দিকে পুনঃ২ তাকাইতে লাগিল এবং চক্ষের জলে তাহার মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কনেস্টেবেলের উহা দেখিয়া ভারি কষ্ট হইল। সে ভাবিল যে এ জানিতে পারিয়াছে যে ইহাকে কলিকাতায় বধ করিতে লইয়া যাইতেছে এবং আমাকে দেখিয়া সেই নিমিত্ত ক্রন্দন করিতেছে। কনেষ্টেবল দর দাম কিছু না বলিয়া তাহারা যাহা বলিল তাহা দ্বারা ক্রয় করিল।

— কাঁদির ফাড়ির এলেকায় সংপ্রতি একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। যে রাত্রে ডাকাইতি হইবে সেই দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুই জন লোক আসিয়া উক্ত আউট পোষ্টের হেড কনেষ্টেবলকে সংবাদ দেয় যে মহাশয় অদ্য মণ্ডল গ্রামে ডাকাইতি হইবে। সন্ধ্যার পর ধরের পুষ্করণীর ধারে তাহারা জমাএদস্ত হইবে। ধরিবেন তো শীঘ্র আসুন। সে দিবস সেই সময় ইনেস্পেক্টর ঐ ফাড়িতে, জামাদার মহাশয় তাঁহাকে কিছুই না বলিয়া কতিপয় কনেষ্টবল লইয়া মন্থর গমনে বাগরডাঙ্গায় গেলেন। সেখানে গিয়া তামাক খাওয়াও নানাবিধ গল্প উত্থাপন করিয়া দুইজন কনেষ্টেবলকে সত্য মিথ্যা জানিবার জন্য ধরের পুষ্করিণীতে পাঠান, তাহারা আসিয়া বলিল মহাশয় ডাকাত জমিতেছে শীঘ্র আসুন, ইহা শুনিয়া তিনি ইতস্ততঃ করিতে ২এক ঘণ্টার পর তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে ডাকাত নাই, অমনি গয়েন্দা দিগের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। ইতি মধ্যে সন্নিকটবর্তী গ্রামে গণ্ড গোল, গয়েন্দারা বলিল মহাশয় শুনুন, ডাকাতি পড়িয়াছে। বাবু ক্রোধে অন্ধ, তাহাদের জামিন লইবার হুকুম হইল ও তাহাদের বারম্বার অনুনয়ে ও ফিরিয়া চাহিলেন না ও ঘটনাস্থলে যাইতে স্বীকার পাইলেন না। ফাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন, আহারান্তে নির্ভাবনায় নিদ্রা গেলেন। ইনস্পেক্টর বাবুকে ফিরিয়া আসিয়াও কিছু মাত্র জানাইলেন না। প্রাতে এজাহার আসিল, রাত্রে ডাকাতি হইয়াছে। ধন্য হেডকনেষ্টেবল। খয়ের খাঁই কর্ম্মচারী বটে! উপরের হাকিম সমস্ত জানিয়াছেন দেখা যাক বিচারে কি হয়। মুরশিদাবাদ পত্রিকা।

—অণ্ডালেতে অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া সহরের প্রাচীর ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে তত্রত্য রাজা দুই জন প্রধান রাজকর্ম্মচারীকে কয়েদ করিয়াছেন।

—কোচিন হইতে সত্তর মাইল দূরে কোন স্থানে তিন জন ব্যক্তি ভয়ানক রূপে আত্ম হত্যা করিয়াছে। প্রথমত একটী ধনাঢ্য নাইর পরিবারের অধ্যক্ষ মৃত্তিকাতে গর্ত্ত খনন করেন এবং উহাতে আগুণ জ্বালিয়া তিনি স্বয়ং তাহার পুত্র এবং তাহার মাতৃগর্ভজাত আর এক পুত্র ক্রমান্বয়ে দেহ ভস্মীভূত করিয়াছেন।

—লাহেজ হইতে চৌদ্দ মাইল দূরে ১২ই নবেম্বর তারিখে আরব এবং তুরস্কদের মধ্যে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আরবদের পক্ষীয় অধিক লোক মরিয়াছে।

—পাওনিয়ার রেঙ্গুন হইতে টেলিগ্রাফে সংবাদ পাইয়াছেন যে আকায়েবের কমিশনার ষ্টিভেন সন সাহেব আত্ম হত্যা করিয়াছেন।

—পাওনিয়ার সম্পাদক বলেন কলিকাতার কোন এক কালেজের মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যক্ষ তাহার ছাত্র দিগকে যথেষ্ট টীকা লেখাইয়া দেন। এবং তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে পরীক্ষক নিযুক্ত হওয়াতে তাহার ছাত্রগণকে যে রূপ লেখাইয়া দিয়াছিলেন পরীক্ষায় সেই রূপ প্রশ্ন দেন। সুতরাং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলস্থ ১৫ জন পরীক্ষার্থির মধ্যে ৭জন মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং এই সাত জন আবার বাঙ্গালস্থ বন্ধুদের দ্বারা ঐ টীকা সংগ্রহ করিয়াছিল।

—আসাম বিভাগে প্রিলিমিনারি জুনিয়ার স্কলার্শিপ পরীক্ষায় চারিজন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে তিন জন গোহাটী হাইস্কুলের এবং এক জন গোয়াল পাড়া জিলা স্কুলের ছাত্র। ছাত্রদের মধ্যে দুইজন বাঙ্গালি।

—একজন মহাজন গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বাঙ্গালায় প্রত্যহ পঁয়তাল্লিশ লাখ মন চাউল খরচ হইতেছে।

—২৩শে নবেম্বর হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতায় ৩০৯ জন ব্যক্তি মরিয়াছে। ৫ জন উলাউঠায়, ২৩ জন আমাশয়ে, ১৪৮ জন জ্বরে এবং ৯৩ জন অন্যান্য কারণে মরিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১৫ জন খ্রিষ্টীয়ান, ১৮৮ জন হিন্দু, এবং ১০৬ জন মুসলমান। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে ৩০৯ জন ব্যক্তি মরিয়াছিল।

—বোম্বাইয়ের একজন প্লীডার ভগবান নগর ষ্টেটের চিফ জষ্টিশ নিযুক্ত হইয়াছেন।

—বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব লেপ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেব জামায়েকার গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন।

—১৪ই তারিখে রাত্র ১১ টার সময় আমেনিয়ান টোলাতে আগুণ লাগিয়া অনেক গুলি গৃহ এবং বিস্তর জিনিস পুড়িয়া গিয়াছে।

—ঢাকা বিভাগে খগোল এবং জরীপের পরীক্ষায় ১২৪ ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৩০ জন প্রথম শ্রেণী এবং অবশিষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

প্রেরিত।

মহাশয়! কাগমারী অঞ্চলের বড় দুরবস্থা উপস্থিত। মেলেরিয়া জনিত জ্বর গ্রামে গ্রামে ঘরেই প্রচণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিতেছে। প্রপীড়িত লোক শূন্য বাড়ী কদাচিৎ দেখা যায়। যাঁহাদের এক বার জ্বর হইয়া গিয়াছে, তাঁহারাও ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১০। ১৫ দিন সুস্থাবস্থাতে থাকিয়া পুনরায় জ্বরের করতলস্থ হইতেছেন। এই রূপ জ্বরের প্রাদুর্ভাব বর্ষে বর্ষেই আশ্বীন মাস হইতে আরম্ভ হইয়া মাঘ, ফালগুণ মাস পর্যন্ত এক ভাবে থাকে। আবার জ্বরের ভীষণতা বর্ষে বর্ষেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। পক্ষান্তরে গড়ে হিসাব করিলে গত বৎসরের অপেক্ষা এবার জ্বর রোগে মৃত্যুর সংখ্যা অধিক। এই কাগমারী ও তন্নিকটবর্ত্তি কয়েক গ্রামের মধ্যে স্বাধীন চিকিৎসক ডাক্তার ৫। ৬ জন আছেন, ইহা ব্যতীত টাঙ্গাইলের মহকুমার উপর একটি বৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় আছে এবং তাহার ভার প্রাপ্ত এক জন সুদক্ষ সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন আছেন। এই সমুদায় ডাক্তার গণ নিয়মিত রূপে প্রতি দিন স্ব স্ব রোগী দিগকে ঔষধ দিয়াও কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এঅঞ্চলের অবস্থা দিন দিন এই রূপ অবনত দেখিয়া আমাদের ভয় হইতেছে পাছে এ প্রদেশ হুগলি ও বর্দ্ধমানের ন্যায় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হয়। আমরা শুনিয়াছিলাম এ প্রদেশের মেলেরিয়া প্রপীড়িত লোক দিগের নিয়মিত রূপ চিকিৎসার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে এক জন নেটিব ডাক্তার ও আবশ্যকীয় ঔষধাদি দেওয়া হইবে। কিন্তু হায়! তাহাও দেখি পর্ব্বতের মুষিক প্রসব বৎ হইয়াছে। অবশেষে দেখি যে এক জন কম্পাউণ্ডার আসিয়া উপস্থিত। আমরা ময়মন সিংহের সিবিল সার্জ্জন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার নব প্রেরিত কম্পাউণ্ডার সাহেবের ন্যায় সুদক্ষ চিকিৎসক (!!) কি এ প্রদেশ দুই চারি জোড়া পাওয়া যায় না? ঐ রূপ এক জন কম্পাউণ্ডার পাঠানের জন্য তাঁহার এত কষ্ট স্বীকার ও অনুগ্রহ ব্যয় করিবার প্রয়োজন কি ছিল? যাহা হউক গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের সানুনয় প্রার্থনা যে এই বেলাই কাগমারী অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হউক নচেৎ পরে অপ্রীত বিধেয় হইয়া উঠিবে। ময়মন সিংহের সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রেনল্‌ড্‌স সাহেব এবিষয়ে মনোযোগী হইলে অনেক হিতের আশা করা যায়।

কাগমারীর নিকটবর্ত্তী সাঁকরাইল গ্রামে বর্ষে২ এই রূপ জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয় দেখিয়া উক্ত গ্রাম বাসী গণ ঐ গ্রামের উত্তর স্থিত চিলা বাড়ীর নদী হইতে সাঁকরাইল পর্য্যন্ত একটি খাল খনন করার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই খালটী হইলে নদী হইতে বর্ষাকালে বিশুদ্ধ জল আসিয়া সাকরাইল ও তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য কতিপয় গ্রামের বিশেষ সুবিধা সাধন করিতে পারে। কেননা আপাততঃ দেখা যায় যে ঐ সকল গ্রামের কদর্য্য জলই সমুদায় রোগের নিদান। কাজেই প্রস্তাবিত খালটী হইলে যে পরিস্কৃত জল আসিবে তদ্দ্বারা এই সময়ের জ্বরাদির অনেক লাঘব হইতে পারে, এমত ভরসা করা যায়। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে সাকরাইল গ্রামবাসী সর্ব্ব প্রধান পদস্থ কোন ব্যক্তি কার্য্যকালে স্বীয় প্রতিশ্রুত টাকা আদি প্রদান করিতে অসম্মত হওয়াতে ঐ মহৎ কার্য্যটীর অনুষ্ঠান পক্ষে ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। তৎপর আটীয়া মহকুমার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট সাহেবও এই কার্য্যটী হওয়া পক্ষে যথোচিত চেষ্টা করিয়া বিফল প্রযত্ন হইয়াছেন। শুনিলাম সাঁকরাইল বাসীগণ স্থানীয় চাঁদার দ্বারা কথকাংশ টাকা দিতে সম্মত হইয়া, অবশিষ্ট গবর্ণমেণ্ট হইতে পাওয়ার প্রার্থনায় ময়মন সিংহের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব এসম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ করিলে সহস্র২ লোকের যার পর নাই উপকার হয়।

কাগমারী অঞ্চলে ধান্যাদির অবস্থা দেখিয়া এককালে অবাক হইতে হইয়াছে। বিগত শুক্রবারের হাটে আমন ধান্য ৫ পসারি ও উসনা চাউল (কাঁচী ওজন) ৩৮০ পসারি দরে বিক্রিত হইয়াছে। আশু ধান্য অনেকে পায়ও নাই। কিন্তু এককালেই এতদূর অগ্নি মূল্য হইয়া উঠার পক্ষে সাধারণতঃ একটী কারণ দেখা যায় অর্থাৎ পাইকারদিগের একচেটিয়া অধিকার। গত হাটে মহাজনেরা যে ধান্য চাউল আদি আনিয়াছিল তাহা তাহারা অপেক্ষাকৃত অনেক সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু পাইকারগণ তাহাদিগকে বিক্রয় করিতে না দিয়া নিজেরা সমুদায় ধান্য খরিদ করিয়া শেষ যথেচ্ছ দরে বিক্রয় করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। যেরূপ অবস্থা দেখা যায় ইহাতে আগামী হাটে তাহারা যে আরো কতদূর ভয়ানক কাণ্ড করিবেক তাহা বলা যায় না। বাস্তবিক এক্ষণ (১) এপ্রদেশের সমুদায় হাট বাজারে পাইকারদিগের ধান্যাদি খরিদ বিক্রয় বন্দ ও (২) ধান্যের রপ্তানি বন্দ না করিলে সর্ব্ব সাধারণের এককালে সর্ব্বনাশ হইবে। গবর্ণমেণ্ট যদি এই দুইটী বিষয়ে অগ্রসর হন এবং ময়মনসিংহের মাজিষ্ট্রেট ও আটীয়ার ডেপুটী মাজেষ্টেট সাহেব মহাশয় দ্বয় যদি এবিষয়ে বিশেষ যত্নবান হন তবে অসংখ্য লোকের উপকার হয়। বাস্তবিক এবিষয়ে এখন হস্তক্ষেপ না হইলে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এপ্রদেশের সর্ব্বাগ্রে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবেক।

২৮০
২৫ কার্ত্তিক

একান্ত বশম্বদ
শ্রীঃ—

প্রত্রপ্রেরকের প্রতি।

শ্রী—ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবূতারক নাথ মল্লিক এক জন ব্রাহ্মণের বিবাহে ২৫০ টাকা দান করার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীগোহাটি—অনুগ্রহ করিয়া স্পষ্ট করিয়া পত্র খানি লিখিয়া পাঠাইবেন। আপনার পত্র খানি প্রয়োজনীয় কিন্তু পড়িতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম।

রাজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যয়—কালিগঞ্জ হাট হইতে ১২৫/মোণ চাউল কলিকাতায় রপ্তানি হইয়াছে।

শ্রী—খুলনাতে এখন আত্মোন্নতি সভা না করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা করিলে ভাল হয়।

শশীভূষণ ভট্ট—গোপালপুরের জমিদার বাবু কালীকীশোর রায় স্বীয় পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ভারি ধুমধাম করিতেছেন ইহাতে অনেক সাহেবের নিমন্ত্রণ হইবে। জমিদার বাবু এ বৎসর দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকের কষ্ট নিবারণ নিমিত্ত ব্যয় করিলে তাঁহার পুত্রের আয়ূ বৃদ্ধি ও তাহার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইত।

শ্রীগোবর ডাঙ্গা কবিতাটী উত্তম হইয়াছে কিন্তু আমরা পদ্য ছাপাই না। ক্ষমা করিবেন।

নব গ্রামবাসী ইত্যাদি-দুবলহাটী পোষ্টাফিসের মাসিক আয় এক শত টাকা অথচ পোষ্ট মাষ্টর মোটে ৯ টাকা বেতন পান। ইহার বেতন কিছু বেসী হয় এই প্রার্থনা।

কা, না, ঘো—আমরা পদ্য ছাপি না।

ঢাকা হীন প্রজা—পড়িতে পারিলাম না।

অনাথ বন্ধু রায় পাবনা—বৈদেহি বৈধব্য কার্য্য পুস্তকের নিমিত্ত রাণী শরৎ সুন্দরী পাঁচ টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।

নব কুমার নাথ—আপনার বিষয় মনোযোগ করা যাইবেক।

কতিপয় বাকুইপুর নিবাসি—পড়া গেল না।

বিপিন বিহারি রায় চৌধুরি—যে আশ্চর্য্য কাণ্ডের বিষয় লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা কিছু মাত্র আশ্চর্য্য দেখিলাম না।

গোপালচন্দ্র ঘোষ মাঝিপাড়া। আপনার দুঃখের কাহিনি শুনিয়া আমরা ভারি কষ্ট পাইলাম। আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা ছাপাইলে সম্ভবতঃ আমরা বিপদে পড়িতে পারি কিন্তু ছাপাইলে যদি আপনার কোন বিশেষ উপকার হইত তাহা হইলে আমরা তাহাও স্বীকার করিতাম। কিন্তু ছাপাইলে আমরা সে আশাও করিনা। আপনাকে আর কিরূপে আমরা উপকার করিতে পারি লিখিলে তাহার যত্ন পাইব।

মফঃস্বলের মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত	বাবু রঘুনন্দন লাল দিনাজপুর	৫
,,	,, গোলকচন্দ্র বস্য কাজিরাঙ্গা	৮
,,	,, রামচন্দ্র চৌধুরী চাপাপুর স্কুল	৫
,,	,, অমৃত নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা ময়মান সিংহ	৫
,,	,, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী আড়াই ডেঙ্গা	৮।০
,,	,, জ্ঞান প্রদায়িনী সভা বজ্ যোগিনী	৮
,,	,, ব্রজমোহন আচার্য্য হুগলী	৮
,,	,, কৈলাসচন্দ্র চৌধুরী পাঁষকুড়া	৪॥০
,,	,, দিননাথ আড্ডি রাণাঘাট	৮
,,	,, শশীভূষণ ভট্টাচার্য্য কালীপুর	৫
,,	,, ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শৌদাবাদ	৮
,,	,, বেনিমাধব রায় রামপুর বোয়ালিয়া	১০
,,	,, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর	১০
,,	,, কুমার গিরিশচন্দ্র রায় বাহাদুর পাইকপাড়া	১০
,,	,, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যশোহর	৫
,,	,, জানকীনাথ মজুমদার কিন্যাহার	৮
,,	,, প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় জামালপুর	৮
,,	,, লোকনাথ ঘোষ রাণীগঞ্জ	৫
,,	,, নবিনচন্দ্র ঘোষ কুমিঞ্চা	৮
,,	,, কালিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কেসরিয়া	৮
,,	,, রাজকৃষ্ণ প্রামাণিক গয়া	৮
,,	,, উমাচরণ রায় চিটাগাঙ্গ	৫
,,	,, বিনন্দচন্দ্র দিহিঙ্গের অধিকারী গোস্বামী নওগায় অন্তর্গত রহাচকী	৮
,,	,, নবচন্দ্র রায় চট্টোগ্রাম	৫
,,	,, শশীভূষণ বসু ফিরোজপুর	৮
,,	,, নিউজেণ্ট সাহেব চট্টোগ্রাম	১০
,,	,, ভবদেব চৌধুরি লাহোর	৩
,,	,, রাধাবল্লভ সিংহ কোটিয়াকোর	১০
,,	,, উত্তম চন্দ্র ঘটক হাঁসখালি	৮
,,	,, নগেন্দ্রনাথ রায় বরানগর	১৬
,,	,, শশীভূষণ ঘোষ গোসাই ঘাট	৫

বিজ্ঞাপন।

মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার্থী বালক দিগের সুবিধার্থ মৎ প্রণীত সংক্ষিপ্ত ইংরাজাধিকৃত "ভারত ইতিহাস" অতি সরল ভাষায় ও সংক্ষেপ, ইউরোপীয় দিগের এ দেশে প্রথম আগমন অবধি, বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের শাসন কাল পর্য্যন্ত সমুদয় বর্ণিত হইয়া, দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে। পুস্তকের আকার পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হওয়ায় ।৶ আনা মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইল। এই পুস্তক কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও কৃষ্ণনগর ঘূর্ণীর সরকার পাড়ায় পাওয়া যাইবে।

১লা পৌষ ১২৮০ } শ্রীহরিমোহন মৈত্র।

ঢপ সঙ্গীত।

৺ মধুসূদন কিন্নর (কান) বিরচিত ঢপ সঙ্গীত আমি সমগ্র সংগ্রহ করিয়াছি। এক খণ্ডের মুদ্রাঙ্কন প্রায় শেষ হইয়াছে শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। মূল্য ।/০ আনা ডাক মাসুল /০ আনা। গ্রহণেচ্ছু মহাশয়গণ নাম, ধাম, ও মূল্য সত্বর প্রেরণ করিবেন।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নং ৫৫। কলিকাতা } প্রকাশক। ২ শ্রীমহিম চন্দ্র বিশ্বাস।

নয়শো রূপেয়া।

নাটক।

অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য। মূল্য একটাকা। ডাক মাশুল /০ আনা।

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

আহারীয় শস্যের আনা লওয়া।

প্রতি মাইলে মণ করা এক পাইর অষ্টাংশ যে ভাড়ার হার কমান গিয়াছে তাহা যে সকল আহারীয় শস্য, কলাই, ময়দা ও আটা দিল্লী বা জব্বলপুর এবং মির্জাপুরের মধ্যবর্ত্তী যে কোন ষ্টেসন হইতে মির্জাপুর অথবা মির্জাপুরের নিম্ন মেল লাইনস্থিত লক্ষ্মী সরাই জংশন অথবা লুপ লাইনস্থিত ভাগলপুর ষ্টেসন পর্য্যন্তে সকল ষ্টেশন হইতে রওনা করা হইবে গবর্ণমেণ্টের আদেশানুযায়ী ১লা ডিসেম্বর হইতে সে সকল শস্য সম্বন্ধে খাটিবে।

এই সকল দ্রব্য লক্ষ্মীসরাই অথবা ভাগলপুর পর্য্যন্ত কম হারের ভাড়ায় আনিয়া তাহার নিম্ন ষ্টেসন সকলে আনিবার নিমিত্ত পুনরায় বুক করিতে দেওয়া হইবে না।

যে সকল আহারীয় শস্য, কলাই, ময়দা, ও আটা উপরের দিকে হাওড়া ও মির্জাপুর ষ্টসনের মধ্যবর্ত্তী সকল ষ্টেসনে পাঠান হইবে সে সকল সম্বন্ধে উক্ত কম হারের ভাড়া খাটিবে।

এজেন্সী আফিস

সিসিল ষ্টিফেনসন।

কলিকাতা. ২৬ এনবেম্বর। ১৮৭৩। ১

হেমলতা, বীররসাত্মক নাটক।

শ্রীহরলাল রায় প্রণীত; মূল্য ১ ডাক মাসুল ৵০

কলিকাতা অমৃত বাজার পত্রিকা প্রেস, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট নামক গলি ৭নং বাড়ীতে ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্তব্য।

নব শিশুবোধ মূল্য চারি আনা

শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যের কৃত।

এই পুস্তকের প্রথমে—বর্ণমালা, বর্ণসংযোগ, কড়ানিয়া গণ্ডাকিয়া প্রভৃতি, নাম ও পত্র লিখিবার ধারা, গদ্য পাঠ, পদ্য পাঠ, খত কবালা পাট্টা ওকালৎনামা আরজি ও দাখিলা লিখিবার প্রণালী আছে।

পরে-অঙ্ক রাখিবার নিয়ম, নামতা, কুচা নামতা, আসামী কাক কড়া, তেরিজ, জমাখরচ, শুভঙ্করের ও স্কুলের মতে হরণ পূরণ, বামেভাঙ্গা হরণ, জমাখরচের প্যাঁচ, কড়িকসা, মোকরা কড়িকসা, মোনকসা, মোকর মোনকসা, মাসমাহিনা, বৎসরমাহিনা, রতিকসা, বাঁটাকসা, কাগজকসা, সুদকসা, পিতলকসা, বিঘাকালি কাঠাকালি, জমাবন্দি, সপকালি, বরজিয়াকালি, পুষ্করিণীকালি, নৌকাকালি, দেয়ালকালি, ইটকালি, বদল, আকড়া, ত্রৈরাশিক, মাখট, আসললভ্য, মালসায়েরি, স্থিত পঞ্চক, অস্থিত পঞ্চক, সমান আনামাসী, খড়ি, বিস্তৃত রূপে বিবরিত আছে।

পরে—জমিদারী মাপের প্রণালী এবং চিঠা, চিঠার খতিয়ান, জমাবন্দি, কবুলতির তেরিজ, দেহা, খোকা, জমাওয়াশিলবাকি, মাসকাবার জমাখরচ, নিকাসি জমা খরচ প্রস্তুত করিবার প্রণালী আছে।

শেষে মহাজনী রোকড় খতিয়ান, এবং রেওয়া করিবার প্রণালী আছে।

ছাত্রগণ যাহাতে পুস্তকের এই বর্ণিত বিষয় গুলি সহজে বুঝিতে পারে, আমি তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, শীঘ্রই বাহির হইবে।

বারাণসী দশাশমেধ ঘাটের উপর কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী কেম্পানির এপথিক্যারিস হল নামক ঔষধালয়ে ডাক্তারি ঔষধ, ষ্টেশনরী, পরফিউমারি, কিরোসিন ল্যাম্প, এবং অন্যান্য নানা রকম বিলাতি দ্রব্য অল্প মূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

তীর্থ মহিমা।

(তীর্থস্থানের অনাচার এবং মোহন্তের চরিত্র সম্বন্ধে নাটক।)

শ্রীনিমাই চাঁদ শীল প্রণীত।

মূল্য ১ এক টাকা। চুঁচুড়ার বেঙ্গল মেগ্যাজিন আপিসে এবং কলিকাতা ১৪ নং গোওয়া বাগান ষ্ট্রীটে নূতন সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে ও ৩০ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট নূতন সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবে।

WANTED

An experienceed Head Pandit for the Vernacular School at searsole, qualified to teach up to the Vernacular Scholarship course salary Rs 20.

Apply with testimonials to Rame ssru Maliah. No 6 Collier place. Howrah.

☞এই পত্রিকা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।